রূপ সাধনলব্ধ-প্রীতিলক্ষণ-ভক্তিযোগে সেই তিনপ্রকার আবির্ভাবযুক্ত তত্ত্বই শুদ্ধ হৃদয়ে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৭ ॥

ভক্ত্যা তৎকথারুচেরেব পরাবস্থারূপয়া প্রেম-লক্ষণয়া। তৎ-পূর্ব্বমেবোক্তম্ তত্ত্বম্। আত্মনি শুদ্ধে চেতসি পশ্যন্তি চ। জ্ঞানমাত্রস্য কা বার্ত্তা সাক্ষাদপি কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। কীদৃশং তদাত্মানং স্বরূপাখ্যজীবাখ্যমায়াখ্যশক্তীনামাশ্রয়ম্। জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া স্বাত্মজাভ্যাং তাভ্যাং সেবিতয়া। অতএব তে মুনয়ঃ পৃথক্ চ বিশিষ্টঞ্চ স্বেচ্ছয়া পশ্যন্তীত্যায়াতি। তদেবং শ্রুতগৃহীতয়া মুনয়ঃ শ্রদ্দধানা ইতি পদত্রয়েণ তস্যা এব ভক্তেদৌর্লভ্যং দর্শিতম্। সদ্গুরোঃ সকাশাদ্বেদান্তাদ্যখিলশাস্ত্রার্থবিচারশ্রবণদ্বারা যদি স্বাবশ্যকপরমকর্ত্তব্যত্বেন জ্ঞায়তে পুনশ্চ, ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া। তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতোভবেদিতিবৎ যদি বিপরীত ভাবনাত্যাজকৌ মননযোগ্যতা-মননাভিনিবেশৌ স্যাতাং, ততঃ শ্রদ্দধানৈঃ সা ভক্তিরুপাসনাদ্বারা লভ্যতে ইতি। অতঃ শ্রুতিরপি তদর্থমাগৃহ্ণাতি—আত্মা বারে! দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইতি। অত্র নিদিধ্যাসনমুপাসনম্, দর্শণং সাক্ষাৎকার উচ্যতে। সা চৈবং দুর্লভা ভক্তিঃ হরিতোষণে প্রযুক্তাৎ স্বাভাবিকধর্মাদপি লভ্যতে। তস্মাদ্ধরিতোষণমেব তস্য পরমফলম্ ইত্যাহ—অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ। স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীভগবৎ-কথারুচিরই পরাবস্থারূপা প্রেমলক্ষণা ভক্তিতে সেই পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ববস্তুটিকে শুদ্ধচিত্তে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। সেই পরতত্ত্ব বস্তুর জ্ঞানমাত্রের কথা আর কি বলিব—সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন, ইহাই 'পশ্যন্তি' এই ক্রিয়াপদ উল্লেখের তাৎপর্য্য। সেই তত্ত্ববস্তুট কি প্রকার —তাহারই পরিচয় দিতেছেন "আত্মানং" অর্থাৎ স্বরূপাখ্য, জীবাখ্য, মায়াখ্য শক্তিসমূহের আশ্রয়। এস্থলে আত্মা শব্দের আশ্রয় অর্থ ই বুঝিতে হইবে। "জ্ঞান বৈরাগ্যযুক্তয়া" অর্থাৎ নিজ গর্ভজাত দুইটি পুত্র যেমন নিজ জননীকে সেবা করিয়া থাকে, তেমনই ভক্তি হইতে আবির্ভূত জ্ঞান ও বৈরাগ্য কর্ত্তৃক শ্রীভক্তিদেবী সর্ব্বদা নিষেবিতা, প্রীতিলক্ষণাভক্তিযোগের যে পরিমাণে আবির্ভাব হয়, সেই পরিমাণে শ্রীভগবদনুভব ও বিষয়বৈরাগ্য স্বতঃই আবির্ভূত হইয়া থাকে। জ্ঞান-বৈরাগ্যলাভের জন্য আর স্বতন্ত্র প্রয়াস করিতে হয় না। অতএব, মুনিগণ স্বেচ্ছানুসারে সেই অদ্বয়তত্ত্ব বস্তুটিকে শক্তিশূন্য কেবল চিন্মাত্রসত্তারূপে ও শক্তিবিশিষ্টরূপে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। তাহা হইলে শ্লোকস্থ "শ্রুত গৃহীতয়া" "মুনয়ঃ" "শ্রদ্দধানাঃ" এই তিনটি পদের উল্লেখ করাতে সেই প্রেমলক্ষণা ভক্তির দুর্লভতা দেখান হইয়াছে। সদ্গুরুর পদাশ্রয় করতঃ তাঁহার নিকট হইতে বেদান্তাদি অখিল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বিচার, শ্রবণ দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করাই যদি অবশ্য